২৯-০৭-২০২৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির সংশোধিত গঠনতন্ত্রের খসড়া।

প্রস্তাবনা ঃ-

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বসবাসকারী মানুষ সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিজেদের ভিতর একতা গড়ে তোলে। একতাই শক্তির উৎস এবং বিচ্ছিন্নতা মানুষকে অসহায় ও দুর্বল করে রাখে।

সমাজ জীবনে মানুষ অহরহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান মানুষকেই খুঁজে বের করতে হয় স্বীয় প্রয়োজনের তাগিদে। একক ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কারো পক্ষে এই কাজ সম্পাদন করা সব সময় সহজ ও ফলপ্রসু হয় না। অতএব, একতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মাধ্যমে মানুষকে ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

এই নীতি ও মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা হিলভিউ আবাসিক এলাকার প্লটের মালিকগণ একটি আবাসিক কল্যাণ সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সমিতির উদ্দেশ্য, আদর্শ ও সাংগঠনিক রীতিনীতি আমাদের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

ধারা-১ ঃ নামকরণ ঃ-

এই সমিতির নাম "হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি"
অতঃপর "সমিতির" দ্বারা "হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি" বুঝাবে ।

ধারা-২ ঃ দাপ্তরিক ঠিকানাঃ-

"হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি" হিলভিউ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ভবন, রোড নং-১, ব্লক-এ, হিলভিউ আবাসিক এলাকা, পশ্চিম ষোলশহর, ডাকঘর- চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-৪২০৯, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা- চট্টগ্রাম। বাস্তব প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সমিতির এলাকাভূক্ত যে কোনো স্থানে উক্ত অফিস স্থানান্তর যোগ্য।

ধারা-৩ ঃ বৈশিষ্ট্যঃ-

ইহা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

ধারা-৪ ঃ চৌহদ্দী/ কার্যকরী এলাকা ঃ-

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট ভূক্ত হিলভিউ হাউজিং সোসাইটি নামীয় এলাকা হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির কার্যকরী এলাকা বলে বিবেচিত হবে। তবে বাস্তবতার নিরিখে হিলভিউর ম্যাপে চিহ্নিত রাস্থা সমূহের সহিত সরাসরি সংযুক্ত প্লট সমূহ এবং সরকারের নিয়ন্ত্রাণাধীন বন গবেষণাগার ও ফরেস্ট রিসার্চ কলেজ এর সহিত হিলভিউ হাউজিং কোম্পানীর এয়জ বদল হয়ে হিলভিউ কর্তৃক প্রাপ্ত জায়গা/প্লট সমূহ হিলভিউ এর বর্ধিত কার্যকরণ এলাকা বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-৫ ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ-

ক) সমিতির সাধারণ সদস্য/সদস্যা বা তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতা, মৈত্রীর সুদৃঢ় বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্হাপন, একতা ও সুপ্রতিবেশী সুলভ সর্ম্পক গড়ে তোলা, প্রতিকূল অবস্থায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এই সমিতির লক্ষ্য।

খ) সমিতির সদস্যবৃন্দের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতার ভিক্তিতে ভ্রাতৃসুলভ চেতনার প্রসার ঘটানো সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যে। **সমিতির কোনো বৈধ সদস্য/সদস্যা অন্য কোনো সদস্য দ্বারা, বহিরাগত কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সন্ত্রাসী দ্বারা শান্তিপূর্ণ নিরাপদ বসবাসের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলে কিংবা সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে বা হুমকি বা চাঁদাবাজি বা আক্রমণের শিকার হলে সমিতি সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহন করিবে।**

গ) হিলভিউ আবাসিক এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যুগোপযোগী সুবিধাদি সন্নিবেশনের মাধ্যমে উন্নত আবাসস্থল গঠনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো ও পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহন করাই এই সমিতির অন্যতম লক্ষ্য।

ঘ) **শিশু কল্যাণ, যুবকল্যাণ, মহিলা কল্যাণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ** এলাকাবাসীর ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ/ উন্নয়ন, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

ঙ) হিলভিউ আবাসিক এলাকার অসমাপ্ত উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্ত করানোর জন্য এই সমিতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

চ) হিলভিউ আবাসিক এলাকায় কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী কর্তৃক নাশকতা বা পরিবেশ বিনষ্টের অপচেষ্টা করলে সম্মিলিত উদ্যোগে তা প্রতিহত করে নিরাপদ আবাসিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ধারা-৬ ঃ কর্মসূচী ঃ- নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমিতি নিয়মিত কাজ করে যাবে।

ক) হিলভিউ আবাসিক এলাকার শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা তথা জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এর সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা।

খ) রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, সড়ক বাতি স্থাপনের ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, পিডিবি, ওয়াসা, কর্ণফুলী গ্যাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে নাগরিক সুযোগ সুবিধা সমূহ নিশ্চিত করা।

গ) হিলভিউ আবাসিক এলাকায় স্থিত হিলভিউ পাবলিক স্কুল, হিলভিউ জামে মসজিদ, মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান, ঈদগাহ ও তৎসংলগ্ন খেলার মাঠ ইত্যাদির উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনা করা এবং আবাসিক এলাকায় কমিউনিটি হেলথসেন্টার, শিশু পার্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঘ) একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঙ) ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস সমূহ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের মাধ্যমে জনজীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। বিনোদন ক্রীড়া, শিশু ও মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, দুঃস্থদের সহযোগিতার স্বার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

চ) হিলভিউ আবাসিক এলাকার অভ্যন্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, দুর্নীতি, মাদক ও অশ্লীলতা রোধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ, সকল ধর্মাবলম্বী ও সর্বসাধারণের সামাজিক অধিকার, মান, মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ছ) সমিতির উদ্যোগে সভা, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের ব্যবস্থা করা।

জ) যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হিলভিউ প্লট ও ফ্ল্যাট মালিকদের সন্তানদেরকে নিয়ে গঠিত হিলভিউ ক্লাবকে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

ঝ) এলাকায় বসবাসরত মহিলা প্লট মালিক ও তাদের পরিবার বর্গদের সমন্বয়ে মহিলা সমিতি গঠিত হলে হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি তাদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে।

ধারা-৭ ঃ সদস্য পদ/সাধারণ সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা ঃ-

হিলভিউ আবাসিক এলাকায় হিলভিউ হাউজিং কোম্পানি লিঃ এর নামে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নকশাভূক্ত প্লটের মালিকগণ বা তাদের অনুপস্থিত/অবর্তমানে নিম্নে উল্লেখিত উপধারা পালন সাপেক্ষে ব্যক্তি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণী নির্বিশেষে কার্যকরী কমিটির অনুমোদনক্রমে ও নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে অত্র সমিতির সদস্য/ সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবেন। প্রতিটি প্লট মালিক সমিতির সদস্য হতে বাধ্য থাকবে।

ক) প্রতিটি পাঁচ গন্ডার প্লটের মূল মালিক নিজে অথবা মূল মালিকের মৃত্যুর পর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ হতে (ওয়ারিশানসূত্রে) সর্বোচ্চ দুই (০২) জন সমিতির সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

খ) পাঁচ গন্ডা প্লটের মূল মালিক তাঁর ভূমি অন্য কারো নিকট সম্পুর্ণ বা অংশবিশেষ বিক্রয় করলে ক্রয়সুত্রে যিনি বা যারা মালিক হবেন তাকে বা তাঁদেরকে সমিতির নির্ধারিত ভর্তি ফি এবং চাঁদা প্রদান করে অত্র সমিতির সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্রয়সূত্রে মালিক এক জন হলে তিনি নিজে এবং দুই বা ততোধিক হলেও সর্বোচ্চ দুই জন এবং আড়াই ($২\frac{১}{২}$) গন্ডা বা ৩ কাঠা বা ৫ শতক ভূমির বিপরীতে একজন অত্র সমিতির সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করবেন।

গ) প্লটের মূল মালিক ডেভেলপার বা অংশীদারের মাধ্যমে তাঁর ভূমিতে বহুতল/ বহুফ্ল্যাট বিশিষ্ট দালান তৈরি করলে সেক্ষেত্রে মূল মালিকের পক্ষ থেকে একজন এবং ক্রয়সূত্রে ফ্ল্যাট মালিকগণদের পক্ষ থেকে একজন সমিতির সদস্য হতে পারবেন। পাঁচ গন্ডা প্লটে বহুতলা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মিত হলে মূল মালিক না থাকলে সকল ফ্ল্যাট মালিকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ দুইজন সদস্য হতে পারবেন। এ সংক্রান্তে উক্ত ফ্ল্যাট বাড়ির (অধিকাংশ) ফ্ল্যাট মালিকগণ সম্মিলিতভাবে ২ জনকে মনোনীত করে কল্যাণ সমিতিকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। এতে কোনো পরিবর্তন করলে রেজুলেশান সহ সমিতিকে অবহিত করবেন।

ঘ) কোনো প্লট/ ফ্ল্যাট মালিক উপরোক্ত ধারায় সদস্য হওয়ার পর তিনি হিলভিউ আবাসিক এলাকায় অনুপস্থিত থাকে অথবা গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে তার পরিবর্তে তার ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি সদস্য হতে পারিবেন। তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগসহ যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারিবেন, কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

সদস্য পদ লাভের নিয়মঃ

সদস্য পদ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তী সভায় তাঁর আবেদন নিস্পত্তি করবেন। পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফি (৫০০০.০০ টাকা) ও মাসিক চাঁদা (১২ মাসের) একত্রে প্রদান করে বকেয়া সহ নিয়মিত সাধারণ সদস্য হিসাবে তালিকাভূক্ত হবেন। যদি কার্যনির্বাহী পরিষদ আবেদনটি অনুমোদন করতে অসম্মত হয় সে ক্ষেত্রে কার্যনিবাহী পরিষদের সভার তারিখ হতে সাত (০৭) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখ করে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ইতিমধ্যে ধার্যকৃত প্রকল্প ভিত্তিক চাঁদা আবশ্যক ভাবে নতুন সদস্যকে আদায় করতে হবে।

সদস্যপদ বাতিল /সদস্যপদের বিলুপ্তিঃ

ক) কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় সমিতির সদস্য পদ হতে অব্যাহতি চেয়ে সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক বরাবরে লিখিত আবেদন করলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

খ) কোনো সদস্য যদি তাঁর প্লট অথবা ফ্ল্যাট এর মালিকানা হস্তান্তর করেন যার বিপরীতে তিনি সদস্য হয়েছেন সে ক্ষেত্রে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে।

গ) কোনো সদস্য যদি মৃত্যুবরণ করেন তাঁর সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে। তার স্থলে তার ওয়ারিশগন সমিতির বিদ্যমান ধারা পালন সাপেক্ষে স্থলাভিষিক্ত হতে পারবেন।

ঘ) কোনো সদস্য পরপর ০৬ মাস সমিতির মাসিক চাঁদা প্রদান না করলে তাঁর সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত বলে গণ্য হবে। সাময়িকভায়ে স্থগিত হলে উক্ত সদস্য সমিতির কোনো সভায় উপস্থিত হতে বা কোনো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না। তিনি একসাথে সমুদয় বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে তাঁর সদস্য পদ নবায়ন করবেন। তবে কার্যনির্বাহী পর্ষদ নির্দিষ্ট হারে অর্থদন্ড আরোপ করতে পারবে।

সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্যঃ

নিয়মিত সদস্যগণ সমিতির গঠনতন্ত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ভোগ করবেন এবং তা সমিতির মঙ্গলার্থে এবং সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একক ও সমবেত প্রয়াস গ্রহণ করিতে সচেষ্ট থাকিবেন। প্রত্যেক সদস্য প্রতি ইংরেজি চলিত মাসের প্রথম সপ্তাহে সমিতির কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক চাঁদা সমিতির সম্পাদক অর্থ অথবা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট রশিদ মূলে পরিশোধ করিবেন। সমিতির সকল সদস্য তাদের ব্যক্তিগত/পারস্পরিক বিরোধ ভ্রাতৃত্ব বোধ ও প্রতিবেশীসূলভ নিষ্পত্তির জন্য সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করবেন। কোনো সদস্য তাঁর প্লট বা ফ্ল্যাট বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে উনার বকেয়া চাঁদা প্রদান করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে পাওয়া না গেলে, যিনি উক্ত প্লট বা ফ্ল্যাট ক্রয় করিবেন তাঁকে পূর্বের সমুদয় বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে নতুন ভর্তি ফি প্রদানের মাধ্যমে সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করতে হবে।

হিলভিউ আবাসিক এলাকার কোনো প্লটে বা ফ্ল্যাটে সিডিএ এবং সিটি কর্পোরেশনের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো প্রকার বাণিজ্যিক কার্যক্রম কারখানা, অফিস, গোডাউন, খামার, গ্যারেজ ইত্যাদি করা যাবে না। কেউ করলে সমিতি দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সমিতির সদস্য কিংবা প্রতিবেশী বা এলাকাবাসী স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিঘ্নিত হয় এমন অনুষ্ঠান বা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

ধারা-৮ ঃ ব্যাংক হিসাব পরিচালনাঃ-

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলী ব্যাংকের শাখায় হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির নামে এক বা একাধিক একাউন্ট খোলা যাবে।

খ) একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ সম্পাদক আবশ্যকীয়ভাবে এবং সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক এর মধ্যে যে কোনো একজনের যৌথ স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে।

গ) সমিতির নামে প্রদত্ত নগদ টাকা, চেক, ড্রাফট বা পে-অর্ডার ইত্যাদি ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে।

ঘ) ব্যাংকের পরিবর্তন, একাউন্টের রদবদল বা নতুন একাউন্ট খোলা বা একাউন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারী পরিবর্তনের ব্যাপারে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন অত্যাবশ্যক। নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর রেজুলেশন এর মাধ্যমে নতুন স্বাক্ষরকারী নির্ধারণ করে ব্যাংককে অবহিত করবে।

ধারা-৯ ঃ সংগঠনিক কাঠামোঃ- সমিতির সাংগঠনিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য তিনটি (০৩) পরিষদ থাকবে।

১) সাধারণ পরিষদ ঃ ২) কার্যনির্বাহী পরিষদঃ ৩) উপদেষ্টা পরিষদ

১) সাধারণ পরিষদ ঃ

ক) এই পরিষদ অত্র সমিতির সকল সদস্যদের/ সদস্যাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এই পরিষদ বিধিবিধান প্রনয়ণ করবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখবে। এই পরিষদ ২ বৎসরের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত করবেন। এর মেয়াদকাল ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে।

খ) এই পরিষদ বছরে অন্তত একবার বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) মিলিত হবে। সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বিগত অর্থ বৎসরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাবের প্রতিবেদন পেশ করবে পরবর্তী অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বাজেট হিসাবের প্রস্তাবনা ইত্যাদি উপস্থাপন করবে অথবা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সহ সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এসব অনুমোদন বা সিদ্ধান্ত প্রদান উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ জরুরি সাধারণ সভা আহবান করতে পারবে।

গ) এই পরিষদ বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ ($\frac{২}{৩}$) সদস্য এর সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা, উপধারা সংশোধন বিয়োজন সংযোজন সংক্রান্তে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের পনের (১৫) দিন পূর্বে গঠনতন্ত্র সংশোধন/সংযোজন/ বিয়োজন প্রস্তাবনা আবশ্যকীয়ভাবে সকল সাধারণ সদস্যদের নিকট পৌঁছাতে হবে।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদঃ-

ক) এই পরিষদ সাধারণ সদস্যদের সরাসরি পদ ভিত্তিক ভোটের মাধ্যমে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবেন। এই পরিষদের মেয়াদ হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিন হতে পরর্বতী দুই বৎসর এবং সদস্য সংখ্যা হবে উনিশ (১৯) জন।

খ) সাধারণ দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ সাত (০৭) দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে এবং পরিচালনায় শপথ বাক্য পাঠ করানোর মাধ্যমে নব নির্বাচিত সদস্যদের সভা আহবান করবেন। এই সভায় পূর্ববর্তী কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত থেকে স্বীয় দায়িত্বভার নব নির্বাচিত কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করবেন।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হওয়ার পর উক্ত পরিষদ হিলভিউ জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি, হিলভিউ পাবলিক স্কুল সমন্বয় কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, নিরাপত্তা কমিটি সহ সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করবে এবং গঠিত কমিটি সমূহের কার্যক্রম তদারকি করবে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় নবগঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উক্ত কমিটি সমূহ পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত কমিটি সমূহের মেয়াদ বহাল থাকবে। উক্ত কমিটিসমূহ তাদের সকল কর্মকান্ডের জন্য হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। উপরোক্ত যে কোনো কমিটি কল্যাণ সমিতির দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে অথবা সমিতির স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করলে, কার্যনির্বাহী পরিষদ সেই কমিটি বাতিল/ পুর্নগঠন অথবা সমিতির স্বার্থে যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারবে।

ঘ) শূণ্য পদ পুরণঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো কর্মকতা/সদস্য বিনা নোটিশে পরপর চারটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার কার্যনির্বাহী সদস্যপদ/পদবী বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে সাধারণ সদস্যপদ বহাল থাকবে। উক্ত পরিষদের কোনো কর্মকর্তার/সদস্যের পদ শুন্য হলে সাধারণ বৈধ সদস্যদের থেকে যে কাউকে কার্যনির্বাহী পরিষদের অবশিষ্ট সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ ($\frac{২}{৩}$) এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে কো-অপট এর মাধ্যমে শুন্য পদ পূরণ করা যাবে।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের দাযিত্ব ও ক্ষমতা ঃ-

অ. গঠনতন্ত্র মোতাবেক সকল প্রকার দায়িত্ব পালনে এ পরিষদ সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

আ. সমিতির স্বার্থে এ পরিষদ যে কোনো সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে কিংবা বাতিল করতে পারবে।

ই. কর্মচারী নিয়োগ/ বরখাস্ত করতে পারবেন।

ঈ. সদস্যগণ হতে চাঁদা আদায়, সুধী সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি করতে পারবে।

উ. উপ কমিটি সমূহের এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সম্পাদকদের কার্যাদি ও জমা খরচ হিসাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।

ঊ. প্রতিষ্ঠানের দলিল পত্র, অন্যান্য সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

ঋ. বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশের জন্য সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন, অর্থ সম্পাদকের অর্থ রিপোর্ট ও বাজেট অনুমোদন এর জন্য পেশ করবে। অর্থ বৎসর শেষে সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে যোগ্যতাসম্পন্ন তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নিরীক্ষক অডিট কমিটি গঠন করবে। প্রয়োজনে নিবন্ধিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করা যাবে।

এ. কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ পূর্তির দুই মাস পূর্বে সাধারণ সদস্যদের মধ্যে হতে তিনজনের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। তাদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুই জন নির্বাচন কমিশনার হবেন। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদ সহযোগিতা প্রদান করবে। নির্বাচন কমিশনকে বৈধ সদস্যদের হাল নাগাদ তালিকা প্রদান করবে। নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত পরিচয় পত্র/ভোটার আইডি কার্ড তৈরিতে সহযোগিতা করবে।

৩। উপদেষ্টা পরিষদঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় সাধারণ সদস্যদের মধ্যে হতে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট ষাটোর্ধ্ব বয়সের স্ব-স্ব পেশায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। কোনো বিষয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী পরিষদকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। কার্যকরী পরিষদের অনুরোধে যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

ধারা-১০ (ক)ঃ-

কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ- সাধারণ পরিষদ হতে পদ ভিত্তিক সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ১৯ জন এর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের পদগুলি নিম্নরূপ ঃ-

০১. সভাপতি
০২. সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৩. সহ-সভাপতি
০৪. সাধারণ সম্পাদক
০৫. যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
০৬. সহ সাধারণ সম্পাদক
০৭. অর্থ সম্পাদক
০৮. সাংগঠনিক সম্পাদক
০৯. দপ্তর, প্রচার, তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক
১০. নিরাপত্তা ও আইনশৃক্ষলা বিষয়ক সম্পাদক
১১. শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সম্পাদক
১২. ধর্মীয়, ক্রীড়া, ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক
১৩. কার্যনির্বাহী সদস্য
১৪. কার্যনির্বাহী সদস্য
১৫. কার্যনির্বাহী সদস্য
১৬. কার্যনির্বাহী সদস্য
১৭. কার্যনির্বাহী সদস্য
১৮. কার্যনির্বাহী সদস্য
১৯. কার্যনির্বাহী সদস্য

ধারা-১০ (খ)ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ-

ক) সভাপতি ঃ

১) তিনি সমিতির সর্বোচ্চ পদে অধিকারী ব্যক্তি। তিনি সাংগঠনিক ও গঠনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২) তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৩) সমিতির কোনো বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে এবং ভোট সংখ্যায় সমতা দেখা দিলে সমিতির স্বার্থকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি নিষ্পত্তি ভোট (কাস্টিং ভোট) প্রদান করবেন। সভার শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে তিনি রুলিং দিবেন এবং যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৪) গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা সর্ম্পকে বিতর্ক দেখা দিলে তিনি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিবেন।

৫) তিনি সমিতির তহবিলের প্রতি নজর রাখবেন।

৬) তিনি যে কোনো বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে কারো উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন।

৭) সভা আহবানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দিবেন। সাধারণ সম্পাদক কোন সভা আহবানে ব্যর্থ হলে তিনি সভা আহবান করবেন।

৮) গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমিতির জন্য প্রয়োজনীয় অনূভূত হলে, সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরি সভা আহবান করে অধিকাংশ সদস্যর মতামতের মাধ্যমে তিনি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

৯) সভাপতি জরুরী প্রয়োজনে তার যে কোন কার্যভার আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ১ম সহ- সভাপতি বা অন্য যে কোন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যকে প্রদান করতে পারিবেন। তবে পরবর্তীতে তা কার্যকরী পরিষদকে অবহিত করবেন।

খ) **সিনিয়র সহ-সভাপতিঃ**

১) তিনি সকল কাজে সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন।

২) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) সভাপতি বা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করবেন ।

৪) যাবতীয় কাজের জন্য তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

গ) **সহ-সভাপতিঃ**

১) কোন সভায় সভাপতি ও সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

২) সভাপতি ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) যাবতীয় কাজের জন্য তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

ঘ) **সাধারণ সম্পাদকঃ**

১) সাধারণ সম্পাদক এই সংগঠনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে কাজ করবেন

২) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সমিতির সভা আহবান এবং এজেন্ডা নির্ধারণ করবেন।

৩) সমিতির বিভিন্ন কার্মকান্ড পরিচালনা করবেন, সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সভার নোটিশ দিবেন, কার্য বিবরণী প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও বিতরণ করবেন।

৪) তিনি বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের সাথে যাবতীয় কার্যাবলী হালনাগাদ রাখবেন।

৫) সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে কার্যনির্বাহী পরিষদকে নেতৃত্ব দেবেন।

৬) বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

৭) প্রত্যেক বিভাগের সম্পাদকদের কাজ তদারকি করবেন। সকল সম্পাদক তাদের কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ সম্পাদকের কাছে দায়ী থাকবেন।

৮) সভাপতি এর সাথে পরামর্শ করে কার্যনিবর্হী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করবেন। জরুরি প্রয়োজনে স্বীয় দায়িত্বে দশ হাজার টাকা খরচ করতে পারবেন। তবে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত খরচ অনুমোদন করিয়ে নেবেন।

৯) তিনি নিরাপত্তা, আইন-শৃংখলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখবেন। সমিতির স্বার্থে অপরিহার্য বিবেচিত হলে সাধারণ সম্পাদক উদ্যোগী হয়ে সভাপতির সাথে পরামর্শ করে কাজ সম্পাদন করবেন। পরে কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবহিত করবেন।

১০) তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ পরিষদের সভা পরিচালনা করবেন ও যাবতীয় কাজের জন্য তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

ঙ) **যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ঃ**

১) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করবেন।

২) সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

৩) তিনি নিরাপত্তা ও আইনশৃংখলা রক্ষার কাজে তদারকি করবেন।

৪) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকবেন।

চ) **সহ সাধারণ সম্পাদক ঃ**

১) সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

২) কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করবেন।

৩) অন্য কোনো বিভাগীয় সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সেই বিভাগের দায়িত্ব সাময়িকভাবে পালন করবেন। যাবতীয় কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকবেন।

ছ) **অর্থ সম্পাদক ঃ**

১) তিনি অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব তথা সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব (ভাউচারসহ) সংরক্ষণ করবেন।

২) প্রত্যেক অর্থবৎসর শেষে সমিতির জমা খরচ হিসাব, স্থিতিপত্র প্রতিবেদন আকারে কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী বৎসরের প্রথম সভায় উপস্থাপন করবেন। বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী প্রতিবেদন আকারে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

৩) সকল প্রকার চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি সমিতির পক্ষে নম্বরযুক্ত রশিদ মূলে গ্রহণ করবেন এবং তিন কর্মদিবসের মধ্যে সমিতির ব্যাংক হিসাবে সমন্বয় সাধন করবেন।

৪) সমিতির অর্থের এককালীন নগদ দশ হাজার টাকা (১০,০০০/=) পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারবেন এবং উক্ত টাকা সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে সমিতির বিভিন্ন কাজে খরচ করতে পারবেন। তবে তা অবশ্যই পরর্বতী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করে অনুমোদন করিয়ে নেবেন।

৫) সমিতির আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষণের জন্য নিরীক্ষককে সকল প্রকার সহযোগিতা করবেন।

৬) চাঁদা রশিদ এবং ব্যাংকের চেকে মূল স্বাক্ষরকারী হিসাবে অর্থ সম্পাদক নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রতি স্বাক্ষর হিসাবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর নিবেন।

৭) তিনি তাঁর সকল কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ সম্পাদকের এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

জ) সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

১) তিনি সমিতির যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যাদি সম্পাদন করবেন।

২) তিনি সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং সমিতির সদস্যপদ নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে সকল সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

৩) সমিতির সদস্যদের সকল প্রকার সুবিধা- অসুবিধা তদারকি করে সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। সংগঠনের কার্যক্রম সদস্যগণকে অবহিত করবেন।

ঝ) দপ্তর, প্রচার ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদকঃ

১) তিনি দপ্তর/অফিসের নিয়ন্ত্রণ রাখবেন।

২) তিনি সমিতির যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করবেন। সকল প্রকার প্রচার ও প্রকাশনার কাজ করবেন।

৩) বার্ষিক কাজের পরিকল্পনা উপস্থাপন ও কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

৪) তিনি তাঁর সকল কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদক/ কার্যনির্বাহী পরিষদ এর কাছে দায়ী থাকবেন।

ঞ) নিরাপত্তা ও আইনশৃক্ষলা বিষয়ক সম্পাদকঃ

১) তিনি এলাকার নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কার্যকরী কমিটিকে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা দিবেন।

২) তিনি এলাকায় নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের উপর নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী করবেন।

৩) সিসিটিভি কার্যক্রম সচল রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন এবং নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৪) আইনশৃংখলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা থাকলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৫) তিনি তাঁর কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদক/ কার্যনির্বাহী পরিষদ এর কাছে দায়ী থাকবেন।

ট) শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সম্পাদকঃ

১) হিলভিউ আবাসিক এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বিষয়ক সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।
২) এলাকার রাস্তাঘাট, নালা, নর্দমা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা, আবাসিক এলাকার বাড়ীঘরের ময়লা আর্বজনা অপসারণ এবং বিভিন্ন সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।
৩) তিনি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর অফিসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমিতির কর্মকান্ড হালনাগাদ রাখবেন।
৪) তিনি তাঁর কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদক/ কার্যনির্বাহী পরিষদ এর কাছে দায়ী থাকবেন।

ঠ) ধর্মীয়, ক্রীড়া, ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদকঃ

১) কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় দিবস সমূহের অনুষ্ঠানাদী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।
২) তিনি তাঁর কাজের জন্য সাধারণ সম্পাদক/ কার্যনির্বাহী পরিষদ এর কাছে দায়ী থাকবেন।

ধারা-১১ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ

ক) সংবিধানের ধারা উপধারায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজনের প্রয়োজন হলে তা সাধারণ সভায় উপস্থিত

সদস্যবৃন্দের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে করা যাবে।

খ) গঠনতন্ত্রে যে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের প্রস্তাব আনীত হলে তা সাধারণ পরিষদকে লিখিতভাবে বার্ষিক বা বিশেষ সাধারণ সভায় সভার ন্যূনপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অবগত করতে হবে।
গ) কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন বা সংশোধন সাধারণ পরিষদে পাশ হলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির অব্যবহিত পরই তা কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

ধারা -১২ ঃ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থাঃ-
কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষে অর্থাৎ প্রতি দুই বৎসর পর ডিসেম্বর মাসের ৩য় শনিবার কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় দূর্যোগ বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে এক বা দুই সপ্তাহ আগে বা পরে নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে ।

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান এবং সে লক্ষ্যে সাধারণ বৈধ সদস্যদের মধ্য হতে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুইজন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন এবং পরবর্তী ৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত/বৈধ সদস্যদের হালনাগাদ তালিকা উক্ত নির্বাচন কমিশনের নিকট হস্তান্তর সহ দায়িত্ব অর্পন করবেন। উক্ত নির্বাচন কমিশন দায়িত্বভার গ্রহনের পঞ্চাশ (৫০) দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যথাযথ পদেক্ষপ গ্রহন করবেন। নির্বাচন কমিশনের কোনো সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ক) ভোট পদ্ধতিঃ সকল বৈধ সাধারণ সদস্য গোপন ব্যলেট এর মাধ্যমে পদ ভিত্তিক **১৯**টি পদের জন্য তাদের মনোনীত **১৯** জন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন। কোনো পদে একাধিক প্রার্থী সমান ভোট প্রাপ্ত হলে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন তার নিষ্পত্তি করবেন।

ক) নির্বাচন বিধি ব্যবস্থা ঃ নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহনের **১৫** (পনের) দিনের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি নিষেধ, আচরণ বিধি প্রনয়ন করবেন এবং খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন এবং নির্বাচন কমিশন ঘোষিত নির্বাচনের দিনের কমপক্ষে পঁচিশ (২৫) দিন পূর্বে ছবিযুক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। উল্লেখ্য কোনো সদস্যের মাসিক ও প্রাসঙ্গিক চাঁদা বকেয়া থাকলে তাকে খসড়া/চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না এবং প্রার্থীও হতে দেয়া যাবে না। নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে লিখিতভাবে অবহিত করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক মহোদয় কার্যনিবাহী পরিষদের সাথে আলোচনা করে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে পোস্টার, প্রচার পত্র/ লিফলেট, ব্যানার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা চালাবেন। কিন্তু মাইকিং, মিছিল করা যাবে না। খোলা জায়গায় মিটিং করা যাবে না।

গ) নির্বাচনী কর্মসূচী ঃ

১) নির্বাচন কমিশন তপশিল ঘোষণা করবেন, তিনি নির্বাচনী আচরণবিধি প্রকাশ করবেন এবং নির্বাচনী বিধি নিষেধ প্রনয়ন করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচনী অফিসার নিযুক্ত করবেন ।

২) তপশীলের মধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রের নাম, নির্বাচনের তারিখ ও সময় ঘোষণা করবেন। মনোনয়ন পত্র বিতরণ ও জমাদানের তারিখ ও সময় ঘোষণা করবেন। মনোনয়ন পত্র যাচাই/বাছাই এবং প্রত্যাহারের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। মনোনয়ন পত্রের ফরম ক্রয়ের, জামানতের টাকার পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক মনোনয়ন পত্র জমাদানের সময় রশীদমূলে উল্লেখিত টাকা গ্রহণ করবেন।

৩) নির্বাচনের দিনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো কারণে নির্বাচন কমিশন যদি ভোট গ্রহণ স্থগিত করতে বাধ্য হয় তবে **১০** কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত ভোট পুনরায় গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে। ভোট শেষে গণনা করে ভোট কেন্দ্রেই ভোটের ফলাফল ঘোষণা করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাত (০৭) দিনের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবেন।

৪) কোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান পাঁচ এর মধ্যে থাকিলে প্রার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৫০০০/- টাকা ফি প্রদান করে উক্ত পদে তৎক্ষণাৎ পুনঃগননার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

ঘ) প্রার্থীর যোগ্যতাঃ

প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্বাচন বিধি অনুযায়ী হবে। কোনো সদস্য যদি তাঁর নাম ভোটার তালিকাভূক্ত হয় তাহলে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে প্রতিনিধি সদস্য ভোটার হলেও নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ধারা-১৩ সভা ঃ-

ক) বার্ষিক সাধারণ সভাঃ বৎসরে কমপক্ষে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় বিগত অর্থবৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সভার তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করে ১৫ দিনের নোটিশে বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করবেন। সকল নিয়মিত সাধারণ সদস্য যাতে নোটিশ পেতে পারেন সাধারণ সম্পাদক তা নিশ্চিত করবেন। নিয়মিত/বৈধ সদস্যই সভায় উপস্থিত হতে পারবেন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাঃ ন্যূনতম প্রতি দুই মাসের মধ্যে অবশ্যই একবার এ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সভার তারিখ, সময় ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে তিন (৩) দিনের নোটিশে এ পরিষদের সভা আহবান করবেন।

গ) জরুরী সভাঃ

জরুরী কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করিয়া ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন। তবে এতে একটি মাত্র এজেন্ডা থাকবে।

ঘ) মুলতবী সভাঃ

কোনো কারণে সভাপতি সভা পরিচালনায় ব্যর্থ হলে বা সভার কোরাম পূর্ণ না হলে সভাপতি সভা মূলতবী ঘোষণা করতে পারিবেন। উক্ত সভায় সংগঠনের অনুকূলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য হইলে ঐ সভা পরবর্তী সপ্তাহে একই আলোচ্যসূচীর উপর মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হবে। মূলতবী সভায় কোরাম না হলেও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঙ) তলবী সভাঃ

এই সংগঠনে কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে বা সংগঠনের অচলাবস্থা দেখা দিলে সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) নিয়মিত সদস্য সম্মিলিতভাবে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে লিখিতভাবে আবেদন করবেন। সাধারণ সম্পাদক আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সমাধান করতে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীগন সভাপতিকে লিখিতভাবে বিষয়টি সমাধানের জন্য জানাবেন। সভাপতি যদি ৭ দিনের মধ্যে সৃষ্ট

সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হন, তাহলে আবেদনকারীগণের মধ্যে একজন আহ্বায়ক হয়ে তলবী সভার আহ্বান করতে পারিবেন। তলবী সভায় ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যদের উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা-১৪ঃ সভার কোরামঃ -

১। সমিতির বৈধ সদস্যদের সর্বমোট সংখ্যার ৩৩ শতাংশ (৩৩%) এর উপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার কোরাম হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কার্যনির্বাহী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ (২/৩) এর উপস্থিতিতে কোরাম হবে। কোরামের অভাবে কোন সাধারণ সভা/বার্ষিক সাঃ সভা মূলতবী হলে উক্ত সভা পরবর্তী সপ্তাহে একইদিনে একই সময়ে একই স্থানে একই আলোচ্যসূচির উপর অনুষ্ঠিত হবে। এতে কোরামের আবশ্যকতা থাকবে না।

ধারা-১৫ঃ তহবিল গঠনঃ-

ক) সাধারণ তহবিলঃ প্রত্যেক নতুন সদস্যের জন্য পাঁচ হাজার (৫০০০.০০) টাকা ভর্তি ফি প্রদান করবে এবং এককালীন এক বৎসরের চাদাঁ আদায় করবে। সকল সাধারণ সদস্যের জন্য দুইশত টাকা (২০০) মাসিক চাঁদা প্রদান করবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনে প্রকল্প ভিত্তিক বিশেষ চাঁদা আদায় করা যাবে। প্লটের মূল মালিক তাঁর ভূমি অন্য কারো নিকট সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ বিক্রয় করলে বা হস্তান্তর করলে যিনি বা যারা ক্রয়সূত্রে বা হস্তান্তরের কারণে নতুন মালিক হবেন তাকে বা তাদেরকে অত্র সমিতির উন্নয়ন তহবিলের জন্য এক লক্ষ (১০০০০০.০০) টাকা অনুদান হিসাবে এককালীন প্রদান করতে হইবে। কোনো ফ্ল্যাট মালিক তার ফ্ল্যাট বিক্রয় বা হস্থান্তর করলে যে বা যারা মালিক হবেন তাকে বা তাদেরকে ২০০০০.০০ বিশ হাজার টাকা অত্র সমিতিকে অনুদান হিসাবে দিতে বাধ্য থাকবেন।

উক্ত অনুদান না দেয়া পর্যন্ত উক্ত প্লটের মালিকদের সদস্যপদ দেয়া যাবে না এবং সমিতির সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

ধারা-১৬ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ-

গঠনতন্ত্রের ধারা উপধারায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজনের প্রয়োজন হলে তা সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে করা যাবে। সংবিধানের যে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের প্রস্তাব আনীত হইলে যথাযথ কারণ প্রদর্শন পূর্বক নিয়মিত সাধারণ সদস্যদের লিখিতভাবে বার্ষিক বা বিশেষ সাধারণ সভার ন্যূনপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে অবগত করতে হবে। সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন অনুমোদিত হলে সাত দিনের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে এবং এতদ সম্পর্কে উক্ত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পরই তা কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

ধারা- ১৭ঃ সালিশি বা আরবিট্রেশান কমিটিঃ-

কার্যকরী কমিটি ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি সালিশি কমিটি/ আরবিট্রেশান কমিটি গঠন করবে। সদস্যদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হলে কার্যকরী কমিটিতে উক্ত বিরোধ নিস্পত্তি জন্য আবেদন করতে পারবে। কল্যাণ সমিতির

কর্তৃক নির্ধারিত ফিস রশিদের মাধ্যমে আদায়পূর্বক যে কোনো নিয়মিত সদস্য সালিশি আবেদন করতে পারবেন। উক্ত কমিটি পক্ষগণের শুনানির মাধ্যমে বিষয়টি ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিস্পত্তি করবে। আরবিট্রেশন কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-১৮ঃ বিবিধঃ

ক) কার্যবৎসর ঃ প্রতি জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমিতির কার্যবৎসর এবং আর্থিক বৎসর হিসাবে গণ্য হবে।

খ) সদস্য রেজিস্ট্রারঃ সমিতির সকল সদস্যদের নাম ও তথ্যাদি সম্বলিত একটি রেজিস্ট্রার/ ই.আর.পি. (সফটওয়্যার) সমিতি কর্তৃক আবশ্যকীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

গ) এডহক কমিটিঃ কোনো কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙে পড়লে বা অচল হয়ে গেলে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের বেশিরভাগ সদস্য পদত্যাগ করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিলুপ্ত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে সাধারণ সদস্যবৃন্দ একটি জরুরী বিশেষ সভা আহবান করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এডহক কমিটি গঠন করা যাবে। উপদেষ্টামন্ডলীদের মধ্যে যে কোনো একজনের সভাপতিত্বে উক্ত এডহক কমিটি গঠিত হওয়ার পর সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধি মোতাবেক সর্ব্বোচ তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন। এডহক কমিটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের সকল ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ক্ষমতা লাভ করবেন। এডহক কমিটির কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এডহক কমিটির মেয়াদ হবে সর্ব্বোচ তিন (০৩) মাস।

ঘ) পতাকা ঃ পতাকার দৈঘ্য ১৮″ ও প্রস্থ ১২″ । ইহার রং গাঢ় সবুজ ডাশ মাঝখানে সাদা জমিনের উপর মনোগ্রাম খচিত থাকবে।

ধারা-১৯ঃ সংগঠনের বিলুপ্তির নিয়মঃ

কোনো কারণে সংগঠনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে বা সংগঠনের প্রয়োজন নেই মর্মে ৩/৫ (তিন পঞ্চামাংশ) সদস্যদের নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত ৩/৫ (তিন পঞ্চামাংশ) সদস্য সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে এক মাসের মধ্যেই বিলুপ্তির অদেশ জারী করার জন্য নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হবে। নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিলুপ্তির আদেশে এই সংগঠনের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটবে। বিলুপ্তিকৃত সংগঠনের দেনা পরিশোধ শেষে অবশিষ্ট মালামাল, স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিলুপ্তির আদেশে এ সংগঠনের চূড়ান্ত বিলুপ্তি ঘটবে। বিলুপ্তিকৃত সংগঠনের দেনা পরিশোধ শেষে অবশিষ্ট মালামাল, স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে অনুরূপ সরকার অনুমোদিত সংগঠনে বা এতিমখানায় দান করা হবে।

পরিশিষ্ট

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শপথ পত্র

আমি----------হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের ---------- হিসাবে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সম্পূর্ণরূপে মেনে চলব মর্মে আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করছি।

ক) সমিতির গঠনতন্ত্র, বিধি-নিধেষ, সভার সিদ্ধান্ত সমূহসহ যাবতীয় নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলব।

খ) সমিতির স্বার্থের অনুকূলে যে কোনো কাজ করতে বাধ্য থাকব এবং স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করবো না।

গ) নিয়মিত চাঁদা আদায় করব এবং যথা সম্ভব সভায় যোগদান করতে সচেষ্ট থাকব।

ঘ) স্বীয় স্বার্থের জন্য কোনো প্রকার সমিতির সার্থবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকব। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাকে এ ওয়াদা পালনের তৌফিক দিন। আমিন।

আচরণ বিধিঃ-

হিলভিউ আবাসিক এলাকা একটি সুন্দর,স্বাস্হ্যকর,অপরাধ মুক্ত এলাকা হিসাবে গড়ে তুলতে এবং অধিবাসীদের নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সর্বোপরি সুন্দর পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে এলাকাবাসীর, তিনি বাড়ীর মালিক বা ফ্ল্যাট মালিক হিসাবে বসবাসকারী যেই হউন না কেন সবার মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্যে রেখে নিম্নলিখিত আচরণ বিধি (Code of conduct) গ্রহন করা হল এবং যা বাস্তবায়নের জন্য সবার সহযোগিতা কাম্য।

১। প্লট/ফ্ল্যাট মালিকদের নতুন নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পূর্বে কার্যকরি কমিটিকে অবহিত করতে হবে এবং সমিতির প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

২। নির্মাণ কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রম অত্র এলাকার বাসিন্দাদের যাতে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত এবং রাস্তার চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তা সংশ্লিষ্টদের নিশ্চিত করতে হবে।

৩। এলাকার বসবাসকারী মালিক অথবা ভাড়াটিয়া যদি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান করতে চান তাহলে তা সমিতিকে আগে লিখিত ভবে অবহিত করতে হবে, যাতে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। ১১ টার পর কোন মাইক বা লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে না।

৪। যেহেতু অত্র আবাসিক এলাকাটি সিডিএ কর্তৃক অনুমোদিত সেহেতু সিডিএ এর অনুমোদন ছাড়া কোনো প্লটে বা বাড়ীতে দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাবে না।

৬। সকল অসামাজিক, অনৈতিক কাজ (মদ, গাঁজা, মাদক সেবন এবং জুয়া, বখাটেপনা, ইভটিজিং) আবাসিক এলাকায় সম্পূর্ণভাবে নিষেধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে সমিতির সকল সদস্যদের যৌথভাবে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৭। নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনায় জন্য সকল সদস্য কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।

৮। প্লট সংলগ্ন রাস্তা, নালা, নর্দমা ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। কেউ যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তার ব্যবস্থা থাকবে।

০৯। পরিবেশ বান্ধব নয় এমন কাজ আবাসিক এলাকায় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।

১০। নিরাপদ আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার সকল উদ্যোগকে উৎসাহিত এবং নিরাপদ হবে না এমন কাজকে নিরুৎসাহিত করাই হবে আমাদের এক ও অভিন্ন লক্ষ্য।

----------ইং তারিখে
সংবিধান অনুমোধন করা হল।

স্বাক্ষরঃ-
রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহ
সমাজ সেবা বিভাগ, চট্টগ্রাম।

----------ইং তারিখে
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করা হল।

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক
হিলভিউ আবাসিক কল্যাণ সমিতি